১৯-০৯-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমার দরজায় যেই আসুক, তাকে কিছু না কিছু জ্ঞান-ধনের দান অবশ্যই করবে। আগে ফর্ম ভরিয়ে নিয়ে তারপর দুই-বাবার পরিচয় দেবে"

প্রশ্ন : - জাদুকর বাবার জাদুগরী কি?

উত্তর :- জাদুকর বাবার জাদুগরী দেখো, সর্বোচ্চ বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন -"আমার আসা তোমাদের সেবা করতেই, এমন কি সম্পর্কে তোমার বাচ্চাও হই, যখন তোমরা আমার প্রতি সমর্পিত হও। তখন আগামী ২১-জন্মের জন্য আমিও তোমাদের প্রতি সমর্পিত হয়ে যাই। কি আশ্চর্যের -তাই না? বাবা কত আদরের সাথে পাঠ পড়ান ও তোমাদের সব মনোকামনাও পূর্ণ করেন। এর জন্য কোনও কিছুই নেন না। এমনই বুঝদার বিনোদনকারী

গীত :- যে পিয়ার সাথে আছে, তার জন্যই বরিষণ আছে...

ওঁম্ শান্তি! পিয়া আর বর্ষা। যে প্রমিকের সঙ্গ দেয়, অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা তারই জন্য। কিন্তু কি প্রকারের? -অর্থাৎ যাকে 'জ্ঞানের-বর্সা' বলা হয়। কে করান এই জ্ঞানের বর্সা? -জ্ঞানের সাগর। কিন্তু গায়ক বা রচনাকার এর প্রকৃত অর্থই জানে না। তাই তোমরাই সেই লাকী-স্টার (অতি ভাগ্যবান)। যেহেতু তোমরা জ্ঞান সাগরের সন্তান, তাই তোমাদের জ্ঞান সিতারা (স্টার) বলা হয়! সরাসরি বাবার থেকেই সে জ্ঞান পাচ্ছো তোমরা। জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে। যেখানে কিছু না কিছু প্রাপ্তির দিশা বোঝা যায়। বাচ্চারা- "তোমরা তো জানো, অসীম বেহদের এই বাবার থেকে বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা নিতেই হবে। ইনি যে বেহদের বাবা অর্থাৎ পারলৌকিক পিতা। কোনও আগ্রহী নতুন কেউ তোমাদের কাছে এলে, সে ফর্মে বিবরণ লিখতে ভয় পায়। তাদেরকে বোঝানো উচিত, যেহেতু তারা এখানে এসেছে, কিছু মতামত তো জানানো উচিত। যদি খুব গরীবও কেউ আসে, কিন্তু তোমরা তো যোগ্যতাসম্পন্ন। ক্রমিক অনুসারে কেউ পুরোই পাশ আবার কেউ বা কম। কিন্তু তোমাদের মধ্যে তো সেই উদ্যম-উৎসাহ আছে, তোমরা যে জ্ঞান-রত্নে ধনী। জ্ঞান সাগর তো আর কোনও অট্টালিকায় থাকে না, কুঁড়েঘরে থাকেন তিনি। কুঁড়েঘরই পছন্দ তার। যদি কেউ ফর্মে বিবরণ লিখতে না চায়, তখন বলবে, আচ্ছা তোমার নামটা অন্ততঃ লেখ। আমি দিদিকে তো দেখাতে পারবো অমুক এসেছিল এখানে। কিছু জানতেই তো এসেছো এখানে। নিজের নাম লিখে তোমার লৌকিক পিতার নামও লেখ। এরপরেই তাকে বোঝানোর পালা- তারপর ব্যাখ্যা করবে দুই বাবার বিষয়টা। একজন লৌকিক অর্থাৎ জাগতিক পিতা, আর একজন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা। নামেতেই যখন 'পিতা' শব্দটি আছে, ওনার নামও তো লিখবে। ওনাকে যেখানে পরমপিতা বলা হয়, তবে তো উনি সবারই পিতা। প্রত্যেকেরই যেমন লৌকিক পিতা থাকে, তেমনি আবার পারলৌকিক পিতাও থাকে। ভক্তি-মার্গেও এমনি দুই পিতা। কেবল সত্যযুগ আর ত্রেতাতে একমাত্র লৌকিক পিতা। তাই তখন পারলৌকিক পিতার নাম নেওয়া হয় না। এই বিষয়টা বুঝিয়ে তারপর অন্য কিছু বোঝানো। এসব বোঝানো কতই সহজ। যাকে 'গড় ফাদার' বলা হয়, তিনি পরলোক-বাসী। একথা যেন সর্বদাই বুদ্ধিতে থাকে, সত্যযুগ আর ত্রেতাতে পারলৌকিক পিতাকে কেউ স্মরণ করে না। আর বর্তমান (সঙ্গম) সময়ে সবাই ওনাকেই স্মরণ করে। এবার তাদেরকে বলতে হবে, তোমরা যেমন তোমাদের লৌকিক পিতার নাম লিখেছো, তেমনি এবার পারলৌকিক পিতারও

নাম লেখ। সব জীবাত্মাই সেই এক পারলৌকিক পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। উনি এক ও একমাত্র (অদ্বিতীয়)। আত্মা যেমন নিরাকার, আত্মার পিতা পরমাত্মাও নিরাকার। ওনার কোনও সূক্ষ্ম বা স্থুল শরীর নেই। তাই ওঁনাকে সর্বব্যাপী বলা চলে না। যেমন লৌকিক পিতার ক্ষেত্রেও সর্বব্যাপী বলা যায় না। সর্বব্যাপী বললে কি আর পিতার থেকে ওয়ারিশনের আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যাবে? মোটেই না। তেমনি পারলৌকিক বাবার ক্ষেত্রেও সর্বব্যাপী বললে ওনার থেকেও অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় না। সবাই যে এত করে পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে, নিশ্চয় ওনার থেকে সেই ধরণের আশীর্বাদ পায় বলেই। রচয়িতার আশীর্বাদ তো অবশ্যই থাকবে রচনার জন্য। এই ধরণের নতুন নতুন তথ্য বোঝাতে পারলে মুহূর্তেই তা বুঝতে পারবে। একথাও জানবে, তোমরা যে আশীর্বাদ প্রাপ্তির কথা জানাচ্ছো-তা তোমাদের অনুভবের ভিত্তিতেই। পারলৌকিক বাবা-ই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। তোমরা তো জানো, যে ভারত একদা জীবনমুক্ত ছিলো, সেই ভারতই এখন জীবনবন্ধে। আর এই দুঃখ মোচন করতে পারেন একমাত্র এই বাবা।"

ত্রিমূর্তিসহ লক্ষ্মী-নারায়ণের এই চিত্র খুবই সুন্দর। যা তোমাদের সবার কাছেই থাকা উচিত। এই চিত্রের সাহায্যে বোঝাও (প্রতি কল্পের) শুরুতেই লক্ষ্মী-নারায়ণই ভারতের আদি সনাতন দেব-দেবী হন, অর্থাৎ সত্যযুগের মালিক। একমাত্র স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা পারলৌকিক বাবা-ই ওনাদের সেই আশীর্বাদী বর্সা দিতে পারেন। কেউ যদি ফর্মে কিছু নাও লিখে দেয়, কিন্তু এই কথাটা তো অনায়াসেই লিখতে পারে- তোমাদের দুই প্রকারের বাবা, সেই সূত্রে উভয়ের থেকেই উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের কোনও জীবন কাহিনী জানা যায় না। কৃষ্ণের বিষয়ে বলা হয়, তাকে ডালায় করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এমন সব ঘটনার বিবরণ .....! আচ্ছা, লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের রাজ্য-ভাগ্য কার কাছ থেকে পেয়েছিল? যা আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এদের প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী-নারায়ণ। স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্সা তাদের কে দিয়েছিল? সেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখন এখানে তোমাদের সামনেই বসে আছেন, যিনি আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে, সামনের চিত্রে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। এরপর আসবে কল্প-বৃক্ষের বিষয়ে। যেখানে দেখা যাচ্ছে তারা রাজযোগের তপস্যা করছে। এই তপস্যার দ্বারাই তারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের উদাহরণ দিয়ে ভক্তদের বোঝানো খুবই সহজ। বাইরের কেউ তোমাদের কাছে এলেই তাদেরকে কিছু না কিছু অবশ্যই শেনাবে। তোমাদের দ্বারাই বেশ্যা, ভীল-রমনী, আদিবাসী ইত্যাদিরা উদ্ধার হবে। যদিও বর্তমানে তোমরা ততটা শক্তিশালী হতে পারোনি এখনও। তাই বাবা মাতাদের বোঝাতে থাকেন, তারা যেন তাদের পতির কানে রোজই ভ্রমরের মতো ভুঁ-ভুঁ করে জ্ঞান শোনাতে থাকে। স্ত্রী তার পতিকে এভাবেও বোঝাতে পারে-"তুমি তোমার লৌকিক পিতার নাম বল? আচ্ছা এবার তোমার পারলৌকিক পিতার নাম বল? যাকে তুমি প্রতি মুহূর্তেই, জন্ম-জন্মান্তর ধরে স্মরণ করে আসছো। ওনার থেকে নিশ্চয় বিশেষ কিছু না কিছু পেয়ে থাকবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে স্মরণ করলে কিছুই পাওয়া যায় না।

বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের কতই না সেবা করেন। তোমাদের বলতেও হয় না, পড়াতে শুরু করেন। উনি বলেন- "এসো বাচ্চারা, তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যে নিয়ে যাই।" সব মনোকামনাই পূর্ণ করেন তিনি। এখানে চিত্রে আছে নর থেকে হয় নারায়ণ, অথচ পূজা কিন্তু লক্ষ্মীরই হয়। যেহেতু ভক্তি-মার্গের ধারণা লক্ষ্মী-দেবী সম্পত্তি দেন। লক্ষ্মী-দেবী (স্ত্রী) ধন আনবেন কোত্থেকে? নিশ্চয় ওনার পতির থেকেই নিতে হবে। অজ্ঞানী পূজারীরা এসবের কিছুই জানে না। এসব যুক্তি

তোমাদেরকেই বোঝাতে হবে। পূর্বে তোমরাও তা জানতে না, এখন তা বুঝতে পারছো। এ বিষয়ে পূর্বে একেবারেই অজ্ঞ ছিলে, এখন তা খুব ভালমতনই জানতে পারছো। কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর প্রভাতে কৃষ্ণকে দুধ পান করানো হয়, তারপর দোলনায় দোল-খাওয়ানো হয়, তারপর সেদিন রাতেই লুচি-পায়েস ইত্যাদি খাওয়ানো হয়। এই একদিনের মধ্যেই কি সে এত বড় হয়ে গেল যে সে লুচি পায়েস খাবারও উপযুক্ত হয়ে গেল ? এসব রীতি-নীতি অনেক বোঝার ব্যাপার আছে। তোমরা জানো এই রাধা-কৃষ্ণই পরবর্তীতে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। শিববাবার দাক্ষিণ্যে তাদের সেই পদ প্রাপ্তি হয়। শিবকে কখনও লুচি-পায়েস ইত্যাদির ভোগ দেয় না ভক্তরা। শিব-লিঙ্গের মাথায় দুধ ঢালে মাত্র। অথচ, শিববাবা তো নিরাকার। যার কোনও নাম-রূপ কিছুই নেই। তবে তার উপর দুধ ইত্যাদি ঢালার মানেটাই বা কি? শিব তো কিছুই খায় না, যেহেতু শিব নিরাকার। শ্রীকৃষ্ণের মুখ আছে, তাই তাকে রুটির ভোগ দেওয়া হয় খাবার জন্য। এদিকে আবার শংকরকেও ভোগ দেওয়া হয়, কিন্তু শিবকে নয়। যেহেতু শংকরের (সূক্ষ্ম) আকার রূপ আছে। শিব আর শংকর দুজনেই এক- এমনটা মোটেই নয়। এইভাবে বাবা তোমাদের কতই না জ্ঞান দান করেন। সত্যি, কত গুপ্ত রহস্য এসব।

বাচ্চারা, তোমরা সবাই শিববাবার গোপিকা। শিববাবাকেও বালক বলা হয়। তাই শিববাবা তোমাদের কাছে জানতে চায়, ওনাকে বালক কেন বলো তোমরা? উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-বর্সা তো বালকদেরই দেওয়া হয়। আগে তোমরা ওনার প্রতি সমর্পিত হলে তারপর উনিও তোমাদের প্রতি সমর্পিত হন। একথাও সত্য যে, পিতা নিজেই তার সন্তানের কাছে সমর্পিত হয়। তবুও বাবা বলছেন- আগে তোমরা সমর্পিত হও, তারপর উনি সমর্পিত হবেন। সমর্পিত হওয়া অর্থাৎ বাবাকে নিজের বাচ্চা বানিয়ে নেওয়া, লালন-পালন করা। খুবই সুন্দর কথা! যদিও মাতারাই তা করে, কিন্তু পুরুষেরাই বালকরূপী শিবকে নিজের উত্তরাধিকার বানায়। শিববাবাকে আবার জাদুকরও বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ কিন্তু জাদুকর নয়। এসব খুব গুপ্ত রহস্য। বহুজনের মধ্যে দু-একজনই বুঝতে পারে তা। যা দৃশ্যতঃ বলা যায় না। যেহেতু বাবা তোমাদের সেই সাক্ষাৎকার করিয়েছেন, তাই তোমরা তার অনুভবী। মাম্মার এমন কোনও সাক্ষাৎকার হয়নি, তবুও মাম্মা সবার থেকে এগিয়ে। সবারই তো আর সাক্ষাৎকার হয় না। পূর্বে অনেকেরই সাক্ষাৎকার হতো, কিন্তু আজকাল আর হয় না। সাক্ষাৎকারের সাথে জ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই। এই মিষ্টি জ্ঞান তো ধারণ করা আর ধারণ করানোর ব্যাপার। বাবা যেমন মজার তেমনি সুন্দর জাদুকরও বটে। জাদুকরেরা খুব চালাকও হয়। যেমন খোসা থেকে কমলা-লেবু বের করে দেখাতে পারে। আজকাল তো মাথা কেটে তা আবার জোড়া লগিয়েও দেখায়। পূর্বেও এমন কত জাদু দেখানো হতো।

বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবাকে জেনেছো, বুঝেছো - তাই ওঁনার এত গুণের মহিমা করতে থাকো- "বাবা, তোমার লীলা অপরম-অপার, তোমার গতি ও মত সবার থেকেই আলাদা।" বাবা-ও তেমনি তোমাদের ওনার শ্রেষ্ট শ্রীমতের দ্বারা দৈবী-গুণের দেবতা বানাচ্ছেন। শ্রী শ্রী বলা হয় একমাত্র নিরাকার শিববাবাকে। আচ্ছা, লক্ষ্মী-নারায়ণকে এমন শ্রেষ্ঠ কে বানিয়েছে? যিনি তাদের এমন শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন, তিনি নিশ্চয় তাদের চাইতে শ্রেষ্ট থেকেও শ্রেষ্ঠতম হবেন। অর্থাৎ এই শিববাবাই। তোমরাও সেই বাবার থেকেই এই শিক্ষা পাচ্ছো, সাধারণ মানুষদের কিভাবে দৈবী-গুণধারী বানিয়ে দেবতায় পরিণত করা যায়। তোমরা অর্থাৎ সীতা-রা সবাই রাবণের কয়েদে শোক-বাটিকায় থেকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছো। রাম-রাজ্যে কখনও কারও শোক ও দুঃখ-কষ্ট হয় না। অতএব যার থেকে এত মহার্ঘ্য আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়, তাকে তো স্মরণ করতেই হয়। লোকে একথাও মানে যে

তারা আত্মা। এইবার তাদের কাছে জানতে চাও, লৌকিক পিতার নাম কি? পারলৌকিক পিতার নাম কি? এবার কিন্তু তারা বলবে না পিতা সর্বব্যাপী। বাবা অর্থাৎ বাচ্চারা তার ওয়ারিশনের অধিকারী। তোমরা সেই অসীম-বেহদের বাবার কাছ থেকেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। কিন্তু রাবণ তা ছিনিয়ে নিয়েছে তোমাদের কাছ থেকে। তাই তো বলা হয়, যে মায়াজীত সে জগতজীত। অতএব এই মায়াকেই জীততে হবে তোমাদের। মন তো তুফানী ঘোড়ার মতন। সে বার-বার চেষ্টা করবে তোমাদের আছাড় দিয়ে ফেলে দিতে। কিন্তু বাবা এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন, ফলে তোমরা তা বুঝতে পারো, কি সঠিক আর কি ভুল। অন্যদেরও তোমরা তা বোঝাতে পারো। দুনিয়া এখন পরিবর্তন হচ্ছে। মহাভারতের মতন ভীষণ লড়াই শুরু হতে চলেছে। তাতে এই দুনিয়ার সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। যাদবেরা মুষল (মিসাইল) -যুদ্ধে নিজেরাই নিজেদেরকে বিনাশ করে নির্বংশ হবে। পাণ্ডবেরা অর্থাৎ বি.কে.-রা জয়ী হবে। অথচ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে কেবল ৫-পাণ্ডবই বেঁচে থাকবে, তাও আবার পাহাড়ে গিয়ে পচে-গলে মরবে। কিন্তু অন্তিমে কি হয়েছিল তাদের? এমন কিছুই হয়নি। তারা যে রাজযোগ শিখেছে, তাদের মধ্য কিছু না কিছু তো বেঁচে থাকবেই। প্রলয়ের যে কাহিনি শোনানো হয়, এমন কিছুই হয় না কিন্তু। এসব তো তোমরা ভালভাবেই তা জেনেছো।

অজ্ঞানী শাস্ত্রকারদের লিখিত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, কৃষ্ণ অশ্বত্থ পাতায় শুয়ে সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো আসে গর্ভমহল থেকে বের হয়ে। গর্ভজেল হলো দুঃখ-কষ্টের। আর গর্ভমহল হলো সাগরের মতন। যেখানে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য থাকা যায়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা এই গীতার জ্ঞান, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি শুনে আসছো, ভক্তি-মার্গে থেকে কতই না ধাক্কা-হোঁচোট খেয়ে আসছো - কিন্তু এখন বাবা তোমাদের মুহূর্তেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানিয়ে দিচ্ছেন। এটাই তোমাদের প্রকৃত লক্ষ্য। কিন্তু সেই লক্ষ্য কিসের ভিত্তিতে? সেই লক্ষ্য হলো অবিনাশী ড্রামার। যার চিত্রপট অনেক পূর্বেই রচিত হয়ে আছে। লোকেরা তাকেই লক্ষ্য বলে।যেহেতু তারা এসবের কিছুই বুঝতে পারে না। তাই যখনই কেউ আসবে, প্রথমেই তাকে বোঝাবে তার দুই পিতা। পারলৌকিক পিতাই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। উনিই তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যের উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-বর্সা দিয়েছিলেন। যা এখন থেকে ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে, এখানেই সেই স্বর্গ-রাজ্য ছিল। বর্তমানে যা নরকে পরিণত। আবারও তোমরা সেই আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হতে পারো। আমরা বি.কে.-রা সেই অসীম-বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা নিচ্ছি। এই ভারত ভূখণ্ডই সেই ভগবানের জন্মভূমি। যেমন ইব্রাহিম, বুদ্ধ ওদের নিজ-নিজ জন্মভূমি আছে। বাচ্চারা-তোমরা তো জানো, বাবা এসেছেন এবং অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সাও দিচ্ছেন তোমাদের। তোমাদেরও দয়াশীল হতে হবে। এসব বোঝনো খুবই সহজ। পারলৌকিক বাবার পরিচয় জানাতে হবে। কল্পে মাত্র একবারই আসেন উনি। ওঁনাকে স্মরণ করেই ওঁনার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হচ্ছি আমরা। যা খুবই সহজ ব্যাপার। এগুলি খুব ভালভাবে ধারণ করে অন্যদেরও তা বোঝাও। জ্ঞান দান করো। একমাত্র এই পারলৌকিক বাবা-ই স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব দিয়ে থাকেন। লক্ষ্মী-নারায়ণকেও ইনি-ই তা দিয়েছিলেন। এই সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের পিতা কে? তোমাদের জানাই- স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন যে বাবা, তিনি-ই এখন আবারও তাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব দিচ্ছেন। এর চাইতে বড় আশীর্বাদী-বর্সা আর কি বা দেবেন? আচ্ছা!

মিষ্ট-মিষ্টি হারানিধি লাক্কী জ্ঞান-তারাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার পুরুষার্থের ক্রমিক অনুসারে স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ঠিক আর ভুলকে বুঝে নিয়ে বুদ্ধি বলের দ্বারা মন রূপী তুফানী ঘোড়াকে বশে এনে মায়াজীত, জগতজীত হতে হবে। পরাজিত যেন হয়ো না।

২) শিবকে বালক বানিয়ে তাকে লালন-পালন করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে ওঁনাকেই তোমার ওয়ারিশান বানাতে হবে। ওঁনার কাছে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে।

বরদান : - "ছাড়লেই তো মুক্ত হবে" এই পাঠে নম্বর ওয়ান হয়ে উড়ন্ত পক্ষী হও

বিস্তার :- উড়ন্ত পক্ষী হওয়ার জন্য এই পাঠকে পাকা করো যে, "ছাড়লেই তো মুক্ত হবে।" কোনও ডালকেই নিজের বুদ্ধি রূপী পায়ের দ্বারা আঁকড়ে বসে থাকবে না। এই পাঠেই ব্রহ্মাবাবা নম্বর ওয়ান হতে পেরেছেন। তিনি একথা কখনও ভাবেননি যে, সাথী ওনাকে ছাড়লে তবেই উনি মুক্ত হবেন, কিম্বা আত্মীয়-স্বজন ওনাকে ছাড়লে তবেই উনি মুক্ত হবেন অথবা বিঘ্নকারীরা বিঘ্ন করা ছেড়ে দিলে তবেই উনি বিঘ্ন-মুক্ত হতে পারবেন - নিজে সদা প্র্যাক্টিকেলী এই পাঠ পড়েছেন যে, নিজে মুক্ত হতে চাইলে তবেই মুক্ত হওয়া যায়। তেমনি নম্বর ওয়ানে আসার জন্য এমনই ফলো-ফাদার হতে হবে।

স্লোগান :- যার সংকল্পে একমাত্র বাবা, তার মন সদা শক্তিশালী হয়।